182

তারিখ 26 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ভোরের কাগজ

১৯৯৭ এইচএসসিতে অবৈধ অংশগ্রহণ বিষয়ে তদন্ত ❑ দুর্নীতি ও কর্তব্যে অবহেলা

কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

ইব্রাহিম আজাদ : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অবৈধ পরীক্ষার্থীদের ফল বাতিলের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়েও বেশি দুর্নীতি অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। কমিটির তদন্তে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, ১১ জন কর্মচারী এবং ৪৬টি সরকারি কলেজসহ ১৪০টি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

তদন্ত রিপোর্টে এ ধরনের অপরাধের জন্য এখন পর্যন্ত ফল বাতিল বা স্থগিত হওয়া ৪ হাজার ৮১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ হাজার ৮০২ জন পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি তথা ফল প্রকাশের সুপারিশও করা হয়।

কয়েকদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই তদন্ত রিপোর্টটি দাখিল করা হয়। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আতোয়ার রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের এ তদন্ত কমিটির অপর দুসদস্য হলেন পরীক্ষা ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক শামসুদ্দীন আহমেদ ও উপপরিচালক ফরিদ উদ্দিন আহমদ।

তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ১৯৯৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর কিছু আগে কম্পিউটার কেন্দ্র ৮৮টি কলেজের ২ হাজার ৫৪ জন পরীক্ষার্থীর ৩ ধরনের অপরাধ শনাক্ত করে। এর মধ্যে প্রথম অপরাধ: ১ হাজার ৮০০ জন পরীক্ষার্থী নিজেদের মূল কলেজের পরিবর্তে অন্য কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষার এন্ট্রি ফরম পূরণ করে। দ্বিতীয় অপরাধ : ২২০ জন পরীক্ষার্থী এন্ট্রি ফরম পূরণ করে অন্যের রেজিস্ট্রেশনে নিজের ও পিতার নাম বসিয়ে। তৃতীয় অপরাধ: ১৯৯৬ সালের পরীক্ষায় একাধিক বছরের জন্য বহিষ্কৃত ৩৪ জন পরীক্ষার্থী অবৈধভাবে ১৯৯৭ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য এন্ট্রি ফরম পূরণ করে। এতে কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে অভিযুক্তদের এডমিট কার্ড দেওয়া হয়নি। উপরন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে অভিযুক্ত সর্বমোট ২ হাজার ৫৪ জন পরীক্ষার্থীর প্রকৃত তথ্যের প্রিন্ট আউট কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে দুদফায় পাঠানো হয় গত ২৪ এপ্রিল ও ৩ মে।

কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে দুসপ্তাহ সময় পেয়েও অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে ব্যর্থ হয়। ফলে পরীক্ষা শুরুর আগে ঐ সব পরীক্ষার্থীর রেকর্ডপত্র যাচাই না করে হাতে লেখা এডমিট কার্ড দিয়ে তাদের আপাতত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

রিপোর্টে বলা হয়, কম্পিউটার কেন্দ্রের শনাক্তকৃত ২ হাজার ৫৪ জন অবৈধ পরীক্ষার্থীর সঙ্গে পরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজেদের উদ্যোগে আরো ৩ হাজার ৫৬৫ জন পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করে সর্বমোট ৫ হাজার ৬১৯ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখে। ফলে পরীক্ষার্থী অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার কেন্দ্রের অভিযুক্ত ২ হাজার ৫৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৯ জন এবং বোর্ডের নিজেদের উদ্যোগে ৩ হাজার ৫৬৫ জন অভিযুক্তদের মধ্যে ১ হাজার ৪৪৩ জনের ফল রেকর্ডপত্র পুনঃযাচাই করে প্রকাশ করে। ফলে বর্তমানে ৪ হাজার ৮১ জন পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ স্থগিত আছে।

তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, মূল কলেজ পরিবর্তন করে অবৈধভাবে অন্য কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কম্পিউটার কেন্দ্র ও বোর্ডের শনাক্তকৃত পরীক্ষার্থীদের অপরাধ অন্য দু অপরাধ তথা একাধিক বছরের জন্য বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডে নাম পরিবর্তনকারীদের মতো গুরুতর নয়। তাই কলেজ পরিবর্তনকারী কম অপরাধি ৩ হাজার ৮০২ জন পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ তথা ফল প্রকাশ করা যেতে পারে।

দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আজিজুর রহমান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আবদুর রহিম সরকার, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

● এরপর— পৃষ্ঠা ২

কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান

● প্রথম পাতার পর

জহিরুল করিম, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শামসুদ্দীন আহমদ, অডিট অফিসার মোঃ হারুনুর রশীদসহ কর্মকর্তাগণ সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। ফলে পরবর্তী সময়ে, পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশসহ বিভিন্ন গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি হয়। তারা যদি সময় মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তাহলে এ জটিলতা এড়ানো যেতো। এ জন্য কৈফিয়ৎ তলবসহ তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তদন্ত কমিটির সুপারিশে বলা হয়, একইভাবে বোর্ডের যে ১১ জন কর্মচারীর ওপর পরীক্ষার এন্ট্রি ফরম পূরণের দায়িত্ব ছিল তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। একইভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ৪৬টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে।

এছাড়া ৯০টি বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও কর্মচারীদের শনাক্ত করে তাদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান বন্ধ করাসহ সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর গভর্নিং বডির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আরো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলেও তদন্ত রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়।